24 SEP 19[illegible]

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামালের ইন্তেকাল

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

বাংলা একাডেমীর মহাপরি-চালক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ কবি ও

(শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

এরশাদের শোক

বাসস জানায়, প্রেসিডেন্ট এরশাদ বাংলা একাডেমীর মহা-

(শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

বিভিন্ন মহলের শোক

বাংলা একাডেমীর মহাপরি-চালক অধ্যাপক আবু হেনা মোস্তফা

(শেষ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

পাবনায়

পাবনা সংবাদদাতার ফোন, অধ্যাপক আবু হেনা মোস্তফা কামালের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার নিজ জেলা পাবনায় শোকের ছায়া নামিয়া আসে। ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, আইনজীবী, সমাজকর্মী তথা সর্বস্তরের মানুষ শোকবিহ্বল হইয়া পড়ে এবং রেডিও-টেলিভিশনের সামনে সর্বশেষ সংবাদ শোনার জন্য ভিড় জমায়।

এদিকে বিভিন্ন সাহিত্যিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়াছে। এসব প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহার কর্মমুখর জীবনের উপর আলোচনার কর্মসূচী গ্রহণ করা হইবে।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

প্রফেসর ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৩৬ সালের ১২ই মার্চ পাবনা জেলার গোবিন্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মরহুম মৌলভী শাজাহান আলী। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে পরিচিত আবু হেনা মোস্তফা কামাল ১৯৫২ সালে পাবনা জেলা স্কুল হইতে ১৩শ স্থান অধিকার করিয়া প্রথম বিভাগে, ১৯৫৪ সালে ঢাকা কলেজ হইতে প্রথম বিভাগ ৭ম স্থান, ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাংলা অনার্স-এ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান ও ১৯৫৯ সালে একই বিভাগ হইতে এম,এ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান দখল করিয়া পাস করেন। ১৯৬৯ সালে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে পিএইচডি ডিগ্রী লাভ করেন। কর্মজীবনে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ছাড়াও শিল্পকলা ও মৃত্যু পর্যন্ত বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রফেসর ডঃ আবুহেনা মোস্তফা কামালের উল্লেখযোগ্য সাহিত্য ও গবেষণামূলক গ্রন্থের মধ্যে রহিয়াছে 'শিল্পীর রূপান্তর' (সমাজ সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধ), 'কথা ও কবিতা' (সাহিত্য সমালোচনা), 'দি বেঙ্গলী প্রেস এ্যাণ্ড লিটারেরী রাইটিং, (উনিশ শতকের সংবাদপত্র ও সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের উন্মেষ সংক্রান্ত গবেষণা) ও কবিতার বই 'আপন যৌবন বৈরী, 'যেহেতু জন্মান্ধ' ও 'আক্রান্ত গজল'। তিনি অনেক জনপ্রিয় গানেরও রচয়িতা। আঞ্জুমান আরা বেগমের গাওয়া 'আকাশের হাতে আছে একরাশ নীল......' গানটি তাঁহারই রচনা। তিনি ১৯৭৫ সালে 'আপন যৌবন বৈরী' কাব্যের জন্য আলাওল পুরস্কার, ১৯৮৬ সালে কবিতার জন্য সুহৃদ সাহিত্য গোষ্ঠির স্বর্ণপদক ও সাহিত্যে অবদানের জন্য ১৯৮৭ সালে একুশের পদক লাভ করেন। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জাপান-সহ বিভিন্ন দেশ সফর করেন।

টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব হিসাবেও তিনি সমপরিচিত ছিলেন। মৃত্যুর মাত্র ক'দিন আগেও তিনি ভারতের প্রখ্যাত সংগীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন ও টেলিভিশনে প্রচারিত হয়।

ডঃ আবু হেনার ইন্তেকাল

(১ম পৃঃ পর)

গীতিকার প্রফেসর ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া গতকাল (শনিবার) বিকাল পৌনে ৪টায় সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে ইন্তেকাল করিয়াছেন (ইন্নালিল্লাহে... ... রাজেউন)। গত ১৯শে সেপ্টেম্বর তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে ভর্তি হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৫৩ বছর। তিনি স্ত্রী, দুই পুত্র, তিন কন্যা ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রাখিয়া গিয়াছেন। গত বছরও হৃদরোগে আক্রান্ত অবস্থায় কিছুদিন সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

মরহুমের লাশ আজ (রবিবার) সকালে বাংলা একাডেমীতে আনা হইবে এবং বাদ জোহর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদে জানাজা শেষে দাফন করা হইবে।

অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র, সুপণ্ডিত, গবেষক, সাহিত্যিক এবং শিল্প ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সুপরিচিত প্রফেসর ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামালের মৃত্যুর খবর পাইয়া বাংলা একাডেমী, বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিল্প ও সাহিত্য অঙ্গনে শোকের গভীর ছায়া নামিয়া আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান, প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর ডঃ এমাজউদ্দিন, প্রফেসর ডঃ আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রফেসর সা'দ উদ্দিন, কবি শামসুর রাহমান, প্রফেসর জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, কবি হেলাল হাফিজ, সচিব আসফউদ্দৌলা, মেজর জেনারেল আবদুস সামাদসহ বিভিন্ন স্তরের লোক বাসায় আসিয়া তাঁহার শোকার্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। বাংলাদেশ গীতিকবি সংসদ, বাংলাদেশ ফেডারেশন অব ফিল্ম সোসাইটি তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে শোক ও রুহের মাগফেরাত কামনা করিয়াছেন।

এরশাদের শোক

(১ম পৃঃ পর)

পরিচালক ও বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামালের অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি গতকাল (শনিবার) এক শোকবার্তায়

(২য় পৃঃ দ্রঃ)

এরশাদের শোক

(১ম পৃঃ পর)

সাহিত্য, সংস্কৃতি ও শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁহার অবদানের কথা স্মরণ করিয়া বলেন, জনাব আবু হেনা তাঁহার সৃজনশীল কর্মের মাধ্যমে সর্বদাই আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মানকে সমুন্নত রাখার প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট বলেন, আবু হেনার মৃত্যুতে দেশ এক বিশিষ্ট সন্তানকে হারাইল এবং জাতির এক অপূরণীয় ক্ষতি হইল। তিনি মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা প্রকাশ এবং রুহের মাগফেরাত কামনা করেন।

ভাইস প্রেসিডেন্টের শোক

ভাইস প্রেসিডেন্ট মওদুদ আহমেদ বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, কবি ও সাহিত্যিক ডঃ আবু হেনা মোস্তফা কামালের আকস্মিক মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করিয়াছেন। গতকাল এক শোক বার্তায় জনাব মওদুদ বলেন, স্বনামধন্য শিক্ষক, প্রতিভাধর কবি এবং বাংলাভাষা ও সাহিত্যের মহান প্রবক্তা অধ্যাপক আবু হেনা মোস্তফা কামালের মৃত্যুতে জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হইল। তিনি মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা ও তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

প্রধানমন্ত্রীর শোক

প্রধানমন্ত্রী কাজী জাফর আহমদ এক শোকবার্তায় বলেন, অধ্যাপক আবু হেনা মোস্তফা কামালের অকাল মৃত্যুতে জাতি তাহার একজন প্রতিভাময় ও মহান সন্তানকে হারাইল।

জাতীয় সংসদের স্পীকার শামসুল হুদা চৌধুরী, শিক্ষামন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদমন্ত্রী জিয়াউদ্দিন আহমেদ এবং তথ্য ও বেতার প্রতিমন্ত্রী সৈয়দ দিদার বখত পৃথক পৃথক বিবৃতিতে শোক প্রকাশ করিয়াছেন।